সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৩১৯

২/ সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৩১২. নাবী (ﷺ) এর রাতে সালাত আদায়ের সময় প্রসঙ্গে

باب وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

আরবী

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَخِي، حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى .

ـ حسن

বাংলা

১৩১৯। হুযাইফাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে সালাত আদায় করতেন।[1]

হাসান।

English

Hudhaifah said:
When anything distressed the Prophet (ﷺ), he prayed.

ফুটনোট

[1] আহমাদ (৫/৩৮৮)।

হাদিসের শিক্ষা

* এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১। এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উত্তম সহায়ক হলো নামাজ। তবে এই নামাজে নির্দিষ্ট কোন দোয়া নেই; তাই এতে মুসলিম ব্যক্তি তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন বৈধ দোয়া করবে। এই বিষয়টির সত্যায়নে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَ اسۡتَعِيۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ وَ اِنَّهَا لَكَبِيۡرَةٌ اِلَّا عَلَى الۡخٰشِعِيۡنَ ﴿۴۵﴾

ভাবার্থের অনুবাদ: “তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের জন্য ধৈর্যধারণ ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো! আর নিশ্চয় নামাজ হলো আল্লাহর সঠিক অনুগত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলের কাছে একটি কঠিন কাজ”।

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং ৪৫) ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اسۡتَعِيۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ ﴿۱۵۳﴾

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে ঈমানদার মুসলিমগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের জন্য ধৈর্যধারণ ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো! নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের জন্য সাহায্যকারী”। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১৫৩) ।

তাই সমস্ত বিপদ, অশান্তি এবং অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণ ও রক্ষা পাওয়ার সর্বোত্তম উপকরণ হলো নামাজ।

২। এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যিনি আমাদের নাবী এবং সকল নাবীগণের সর্দার ও বিশ্ব পালনকর্তার প্রিয় ব্যক্তির সামনে যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ অথবা বিষণ্ণতা উপনীত হতো, তখন তিনি নামাজ পড়তেন; তাই এই বিষয়ে আমাদের উচিত যে, কঠিন পরিস্থিতি বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ অথবা বিষণ্ণতা উপনীত হওয়ার সময় আমরাও তাঁর অনুসরণ করে নামাজ পড়বো।

৩। (إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ)এর অর্থ হলো এই যে, যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ অথবা বিষণ্ণতা কিংবা কঠিন পরিস্থিতি উপনীত হতো।

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী □ বর্ণনাকারীঃ হুযায়ফাহ ইবন আল-ইয়ামান (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=58637

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন